ত্রৈমাসিক
আমিক বার্তা
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের হেলথ সেক্টর -এর মুখপত্র

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী

অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন প্রধান অতিথি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান এমপি

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার আইন ২০০৫ বাস্তবায়ন শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান এমপি বলেন তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। ৫ মার্চ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত এই কর্মশালায় তিনি আরো বলেন আইনের যথাযথ বাস্তবায়নে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তার আওতাধীন সকল সংস্থাকে নির্দেশনা প্রদানসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং প্রতিটি সংস্থার মাসিক মিটিং ও পুলিশ ক্রাইম রিপোর্টে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হবে। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব ফরিদ উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী। সভায় উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম সচিব, উপ-সচিব, সিনিয়র সহকারী সচিব এবং উক্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের যেমন পুলিশ হেড কোয়ার্টার্স, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর প্রতিনিধিগণ। সভায় ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার আইন বাস্তবায়ন বিষয়ে সচিত্র প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের হেলথ সেক্টর এর প্রধান ইকবাল মাসুদ। এরপর মুক্ত আলোচনা শুরু হয়। সভায় সভাপতির বক্তব্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব ফরিদ উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে ভ্রাম্যমান আদালতের সংখ্যা বৃদ্ধি করার বিষয়ে বলেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত সভাটি আয়োজনে সহযোগিতায় ছিল ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিড্স।

হসপিটালিটি সেক্টরে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা সভা

হসপিটালিটি সেক্টরে "ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার আইন এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১২ ফেব্রুয়ারি বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এর সভাকক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব এস এম গোলাম ফারুক। সভাটি বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের উদ্যোগে এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস্ এর সহযোগিতায় আয়োজন করা হয়। সভায় বেসামরিক বিমান পরিবহন

বাকী অংশ ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন...

সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এর সচিব এএম গোলাম ফারুক

সম্পাদকীয়

পৃথিবীর অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশেও অসংক্রামক রোগের প্রকোপ ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটি পরিসংখ্যান হতে জানা যায় যে, বর্তমানে বাংলাদেশের মোট মৃত্যুর শতকরা ২৭.৩ ভাগ হয় অসংক্রামক রোগ যেমন-ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, শ্বাসতন্ত্রের অসুখ ও ক্যান্সারজনিত কারণে। অসংক্রামক রোগের জন্য যে আচরণসমূহকে ঝুঁকিপূর্ণ বলে গণ্য করা হয় তার মাঝে অন্যতম হলো তামাকের ব্যবহার। অর্থ্যাৎ দেখা যাচ্ছে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের পথে বড় বাধা। তামাক এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে এবং জনস্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে বাংলাদেশ সরকার ২০০৫ সালে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার আইন করে। কিন্তু আইনের প্রয়োগ সর্বস্তরে এখনও সঠিকভাবে বাস্তবায়ন সম্ভবপর হয়নি। এর অন্যতম কারণ সরকারের যে সমস্ত মন্ত্রণালয় বা বিভাগ এই বিষয়টিতে সক্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে সেকল বিভাগ এখনও ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার আইনের প্রয়োগ এবং এর বাস্তবায়ন বিষয়েও সঠিকভাবে অবগত না। তাই তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের বাস্তবায়ন করতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের উদ্যেগে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার আইন বাস্তবায়ন নির্দেশিকা তৈরি করা হয়েছে। বর্তমানে নির্দেশিকাটি বাস্তবায়নে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সংস্থা ও বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে কর্মশালার আয়োজন ও এর মধ্য দিয়ে উক্ত বিষয়ে অবহিতকরণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলকে সহযোগিতা করছে।

একই সাথে পরিবহন সেক্টর এর মতো আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বড় সেক্টর হলো হসপিটালিটি সেক্টর যেখানে প্রতিদিন অনেক মানুষ বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করে তাই হসপিটালিটি সেক্টরে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার আইন বাস্তবায়নের জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন একটি খসড়া কৌশলপত্র তৈরি করেছে। যা চূড়ান্তকরণের জন্য ইতিমধ্যে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এর কাছে দেয়া হয়েছে।

আমাদের মাদকবিরোধী বিভিন্ন প্রোগ্রামের সাথে নিয়মিত কার্যক্রম- ৩টি কেন্দ্রের মাধ্যমে মাদকাসক্তদের জন্য চিকিৎসা ও পুনর্বাসন সেবা চলমান রয়েছে।

ঢাকা আহছানিয়া মিশন সব সময়ই সমাজের সকল স্তরের দায়বদ্ধতা থেকে সকলের কল্যাণ এর বিষয়টিকে সামনে নিয়ে কাজ করে। বর্তমানে দেশে মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে দক্ষ পেশাজীবি তৈরির লক্ষ্যে ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ক্রেডেন্টশিয়ালিং এন্ড এডুকেশন অব এডিকশন প্রফেশনালস (আইসিসিই)-ট্রেনিং এন্ড ক্রেডেন্টশিয়ালিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে এই চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট পেশাজীবিদের জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রশিক্ষন কার্যক্রম শুরু করেছে। আমাদের লক্ষ্য সমাজের সকল স্তরে জনকল্যাণে কাজ করা যার মাধ্যমে মানুষ, দেশ তথা বিশ্ব উপকৃত হবে সেই লক্ষে আমরা কাজ করছি এবং আগামিতেও তা অব্যাহত থাকবে।

ত্রৈমাসিক আমিকবার্তা

৮ম বর্ষ ■ ২৪তম সংখ্যা ■ জানুয়ারি - মার্চ ২০১৭

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
ইকবাল মাসুদ

সম্পাদকীয় পরিষদ
মোঃ মোখলেছুর রহমান ও উম্মে জান্নাত

কম্পিউটার গ্রাফিক্স
সেকান্দার আলী খান

১ম পৃষ্ঠার পর (হসপিটালিটি সেক্টরে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে ...)

ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সকল অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম সচিব, উপ-সচিব, সিনিয়র সহকারি সচিব, সহকারী সচিব এবং উক্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের যেমন বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন এর চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোড এর প্রধান নির্বাহী এবং বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড এর প্রতিনিধিগণ উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও সভায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডাঃ শেখ সালাউদ্দীন, বাংলাদেশ রেঁস্তোরা মালিক সমিতির মহাসচিব রেজাউল করিম সরকার রবিন এবং বিভিন্ন এনজিও প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় বাংলাদেশের ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার আইন বিষয়ে সচিত্র প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের সমন্বয়কারী মোহাম্মদ রুহুল কুদ্দুস। এরপর হসপিটালিটি সেক্টরে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার আইন এর বাস্তবায়ন এবং হসপিটালিটি সেক্টর এর পরিকল্পনা নিয়ে সচিত্র প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক ও তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী মো. মোখলেছুর রহমান। এরপর উম্মুক্ত আলোচনা শুরু হয়। সভায় সভাপতির বক্তব্যে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব এস এম গোলাম ফারুক বলেন বিভিন্ন জেলা-উপজেলার অফিসগুলোতে এই বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হবে এবং খসড়া কৌশলগত পরিকল্পনাটির উপর সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের মতামত প্রদানের জন্য অত্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে দেয়া হবে। সভাটি সঞ্চালনা করেন আত্মার সহ-আহবায়ক এবং এটিএন বাংলার চিফ রিপোর্টার নাদিরা কিরন।

তামাক নিয়ন্ত্রণে পরিবহন সেক্টরে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা এবং বিআরটি এর ট্রেনিং কারিক্যুলামে তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা হবে

সেমিনারে বক্তব্য প্রদান করছেন বিআরটিএ এর পরিচালক (এনফোর্সমেন্ট) নাজমুল আহসান মজুমদার

বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের যৌথ আয়োজনে এবং ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিড্স এর সহযোগিতায় ০২ ফেব্রুয়ারি "পাবলিক পরিবহনে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার আইন বাস্তবায়ন" শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারে সভাপতি বিআরটিএ এর পরিচালক (এনফোর্সমেন্ট) নাজমুল আহসান মজুমদার বলেন

বাকী অংশ ৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন...

২য় পৃষ্ঠার পর (তামাক নিয়ন্ত্রণে পরিবহন সেক্টরে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ...)

পাবলিক পরিবহনকে ধূমপানমুক্ত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বিআরটিএ। তিনি আরো বলেন বিভিন্ন লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে গাড়ীকে ধূমপান মুক্ত রাখা, সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদর্শন ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা এবং বিআরটিএর বর্তমান ট্রেনিং কারিক্যুলামে তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা হবে। সেমিনারে বাস মালিক ও শ্রমিক সমিতি ও বাংলাদেশ আভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন তারা তাদের জায়গাগুলোতে এই বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহনের কথা বলেন। এছাড়াও সেমিনারে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, বিআরটিএ এর সকল কর্মকর্তা, ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস্ এর গ্র্যান্টস ম্যানেজার মাহফুজুর রহমান ভূঁইয়াসহ বিভিন্ন এনজিও প্রতিনিধি সেমিনারে উপস্থিত থেকে বক্তব্য প্রদান করেন। সেমিনারে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের হেল্থ সেক্টরের প্রধান ইকবাল মাসুদ আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তার বক্তব্যে পরিবহন মালিক, পরিবহন মালিক সমিতি, এবং বিআরটিএ তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে কিভাবে সহযোগিতা করতে পারে তা' তুলে ধরেন ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন। সেমিনারে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক ও তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী মো. মোখলেছুর রহমান পরিবহন সেক্টরে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের বাস্তবায়নের উপর তথ্যচিত্র উপস্থাপন করেন।

"ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার আইন বাস্তবায়ন নির্দেশিকা" বিষয়ে স্টেকহোল্ডারদের সাথে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

কর্মশালায় বক্তব্য প্রদান করছেন ভাইটাল স্ট্রাটেজিসের কান্ট্রি এডভাইজার মো. শফিকুল ইসলাম

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের উদ্যেগে এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস্ এর সহযোগিতায় ২০ মার্চ "ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার আইন বাস্তবায়ন নির্দেশিকা" বিষয়ে বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের সভাকক্ষে তামাক নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মশালাটিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সরকারি সংস্থার তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম এর ফোকাল পার্সন, তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে এমন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের হেলথ সেক্টরের প্রধান ইকবাল মাসুদ। মো.মোস্তাফিজুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, কর্মশালার মূল প্রতিপাদ্য "ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার আইন, বাস্তবায়ন নির্দেশিকা" এর বিভিন্ন দিক তুলে ধরে সচিত্র প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্ব মুক্ত আলোচনায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ তাদের মতামত ও পরামর্শ প্রদান করেন। কর্মশালায় ভাইটাল স্ট্রাটেজিসের কান্ট্রি এডভাইজার মো. শফিকুল ইসলাম তার বক্তব্যে বলেন বাংলাদেশকে ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত করার বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দেয়া ঘোষণা বাস্তবায়নে সরকারি ও বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানকে একযোগে কাজ করার আহবান জানান।

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বক্তারা

"ধূমপান ও তামাকজাত ব্যবহার আইন বাস্তবায়ন নির্দেশিকা" বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

"ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার আইন বাস্তবায়ন নির্দেশিকা" বিষয়ে একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা ২৮ মার্চ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের উদ্যেগে এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস্ এর সহযোগিতায় আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় উপস্থিত বক্তারা বলেন "ধূমপান ও তামাকজাত ব্যবহার আইন বাস্তবায়নে আইনের

বাকী অংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন...

৩য় পৃষ্ঠার পর (“ধূমপান ও তামাকজাত ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ ...)

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করছেন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এর অতিরিক্ত সচিব মো. মোস্তাফিজুর রহমান

প্রয়োগ ও আইন বিষয়ে সচেতনতা এই দুই জায়গাতেই গুরুত্ব দিতে হবে”। কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য) রোকসানা কাদের। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারি পরিচালক এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের সমন্বয়কারী মো. মোখলেছুর রহমান। প্রশিক্ষণ কর্মশালার প্রধান অতিথি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য) রোকসানা কাদের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন কার্যক্রমে স্বতস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করায় কর্মশালায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণ এবং একই সাথে আইন ও বিধি সম্পর্কিত নির্দেশনা প্রকাশে সহায়তা করায় মো. মোস্তাফিজুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাগণকে ধন্যবাদ জানানোর মধ্য দিয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালাটির উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা জেলা প্রশাসক অফিস, বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি,সিভিল সার্জন অফিস,কল কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর,সাভার পৌরসভা,আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালার মূল প্রতিপাদ্য “ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার আইন, বাস্তবায়ন নির্দেশিকা” তুলে ধরে সচিত্র তথ্য উপস্থাপন করেন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এর অতিরিক্ত সচিব, মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে মুক্ত আলোচনায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ তাদের মতামত ও পরামর্শ প্রদান করেন। পরিশেষে কর্মশালার সভাপতি মুহাম্মদ রুহুল কুদ্দুস, সমন্বয়কারী, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল তাঁর বক্তব্যে বলেন তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে আইন প্রয়োগের জায়গাগুলোতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করার পাশাপাশি ব্যক্তিকে জরিমানা করার সাথে সাথে তামাক কোম্পানিগুলোর আইন লঙ্ঘনের বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের উপর গুরুত্ব প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানান।

আমিক যশোর কেন্দ্রে রিকভারি মিলনমেলা

অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন যশোর কেন্দ্রের কেন্দ্র ব্যবস্থাপক মো. আমিরুজ্জামান লিটন

আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র যশোরে ১৭ ফেব্রুয়ারি মাদকমুক্ত রিকভারিদের নিয়ে এক মিলন মেলার আয়োজন করা হয়। এই কেন্দ্র থেকে যেসব মাদকাসক্ত রোগী চিকিৎসা সেবা নিয়ে এ পর্যন্ত তাদের সুস্থতা ধরে রাখতে পেরেছে তাদের নিয়ে দিনব্যাপি এ মিলন মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যশোর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সার্কেলের পরিদর্শক মো. সিরাজুল ইসলাম। আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের আইআরএসওপি প্রকল্পের সমন্বয়কারী আরিফ সিদ্দিকি, ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ম্যানেজার কাম সিনিয়র কাউন্সেলর মো. আমির সাজু, বিসিটিপ প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী মো. রফিকুল ইসলাম, আরবপুর ইউপি সদস্য মোঃ আলতাফ হোসেন, আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, গাজীপুরের কেন্দ্র ব্যবস্থাপক মো. আজিজুল হাকিম ও কেন্দ্রের অন্যান্য কর্মকর্তাগন। পরবর্তীতে বিকালে অনুষ্ঠানে যোগদান করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের হেলথ সেক্টরের প্রধান এবং হেড অব আমিক ইকবাল মাসুদ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন যশোর কেন্দ্রের কেন্দ্র ব্যবস্থাপক মো. আমিরুজ্জামান লিটন।

ধূমপানমুক্ত পরিবেশ, অধিক সন্তুষ্টি, অর্থ বেশ
ধূমপান ও তামাকদ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন অনুযায়ী
সকল রেস্তোরাঁ ধূমপানমুক্ত
NO SMOKING

আহ্ছানিয়া মিশন গাজীপুর পুরুষদের ও ঢাকা নারীদের মাদাকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র এর চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগীদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে পারিবারিক সভা অনুষ্ঠিত

পারিবারিক সভা

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সভাকক্ষে ৪ ফেব্রুয়ারি আহ্ছানিয়া মিশন এর গাজীপুর পুরুষদের ও ঢাকার নারীদের মাদাকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে চিকিৎসা নিতে আসা পরিবারের সদস্যদের নিয়ে পারিবারিক সভার আয়োজন করা হয়। সভার শুরুতে অ্যাডিকশন প্রফেশনাল ও মনোচিকিৎসক আক্তারুজ্জামান সেলিম সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ও মাদকাসক্তি চিকিৎসায় পরিবারের ভুমিকা তুলে ধরে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন। সভায় গাজীপুর কেন্দ্রের কাউন্সেলর কবির হোসেন চাকদার মাদকাসক্তি চিকিৎসা পদ্ধতি ও মাদক নির্ভরশীলতা চিকিৎসায় অভিভাবকদের করনীয় নিয়ে সচিত্র আলোচনা করেন। পরে অ্যাডিকশন প্রফেশনাল ও মনোচিকিৎসক আক্তারুজ্জামান সেলিম এবং নারী মাদাকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের কাউন্সেলর জান্নাতুল ফেরদৌস অভিভাবকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। মুক্ত আলোচনার শেষে মাদকাসক্ত থেকে সুস্থতাপ্রাপ্ত দুইজন নারী এবং একজন পুরুষ তার সুস্থ জীবনের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন। এরপর অভিভাবকদের অনুভুতি ও মতামত প্রকাশের মাধ্যমে পারিবারিক সভা সমাপ্ত করা হয়। সভাটি সঞ্চালনা করেন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের প্রোগ্রাম অফিসার উম্মে জান্নাত।

আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুর্নবাসন কেন্দ্রে বিশ্ব নারী দিবস উদযাপন

"নারী-পুরুষ সমতায় উন্নয়নের যাত্রা, বদলে যাবে বিশ্ব কর্মে নতুন মাত্রা" এই প্রতিপাদ্যে আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে ৮ মার্চ বিশ্ব নারী দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। উক্ত দিবস উদযাপন উপলক্ষে বিভিন্ন আয়োজনের মধ্যে ছিল কেন্দ্রে চিকিৎসারত রোগী ও স্টাফদের উপস্থাপনায় গান, নাচ, নাটিকা, আবৃতি এবং কেক কাটা এছাড়াও কেন্দ্র সাজানো, বিশেষ খাবারের আয়োজন করা হয়। প্রথমেই কোরআন তেলোওয়াত দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। এরপর নারী দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন কেন্দ্র ব্যবস্থাপক পারভীন ইয়াসমিন। পরবর্তীতে নারী দিবসে, নারীদের স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলেন ডা: ফারাহ্ দীবা। দ্বিতীয় পর্বে সমবেত সংগীত দিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর ছিল রিকভারি শেয়ারিং যেখানে যারা সুস্থ আছে দীর্ঘদিন এমন কয়েকজন তাদের সুস্থ জীবনের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন। শেষে কেক কাটার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করা হয়।

কারাভ্যন্তরে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ শেষে সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠিত

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এর আইআরএসওপি প্রকল্পের আওতায় কারাবন্দীদের কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করে কারমুক্তির পর আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করছে। এই ধারাবাহিকতায় গত জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-১ ও ৩ এ মাশরুম চাষ ও বিপণন, ইলেট্রনিক্স এন্ড অডিও ভিজুয়াল রিপেয়্যারিং এবং ড্রেস মেকিং এন্ড টেইলরিং এর বিষয়ে প্রশিক্ষণ শেষে কারাবন্দীদের মাঝে ৬ ফেব্রুয়ারি সনদপত্র বিতরণ করা হয়। সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট জেলখানার সিনিয়র জেল সুপার, জেলার, ডেপুটি জেলারসহ প্রশিক্ষক, ব্লাষ্টের প্যারালিগ্যাল এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এর কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

কারাবন্দীদের পুনর্বাসনে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ চলমান আছে

সমাজের মূলধারায় স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে সহায়তার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কারাগারে বন্দীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য কারাভ্যন্তরে ও কারাগারের বাহিরে ডাম্-জিআইজেড-আইআরএসওপি প্রকল্প মোটিভেশনাল সেশন ও বিভিন্ন ট্রেড'এ প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। এই ধারাবাহিকতায় ২৮ ফেব্রুয়ারি কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২ এ ফার্নিচার মেকিং (পারটেক্স ও প্লাইউড) বিষয়ে প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন প্রশান্ত কুমার বনিক, সিনিয়র জেল সুপার কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২। প্রশিক্ষণের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে জেলার, ডেপুটি জেলারসহ প্রশিক্ষক এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এর কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

ফার্নিচার মেকিং প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রশান্ত কুমার বনিক, সিনিয়র জেল সুপার, কাশিমপুর-২

আরবান প্রাইমারী হেলথ্ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্প ডিএনসিসি পিএ-৫ এর উদ্যেগে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব বিষয়ক তথ্যকেন্দ্র

জানুয়ারি মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এর মাসব্যাপী মাদক বিরোধী প্রচারণার অংশ হিসাবে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত আরবান প্রাইমারী হেলথ্ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্প ডিএনসিসি পিএ-৫ এর উদ্যেগে মাসব্যাপী নগর মাতৃসদনে ১ জানুয়ারি থেকে ৭ জানুয়ারি এবং নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র -২ এ ৮ জানুয়ারি থেকে ৩০ জানুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত তথ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সেবা নিতে আসা রোগী ও অভিভাবকদের মাঝে মাদকের ক্ষতিকর দিক, এর চিকিৎসা ও পুনর্বাসন এবং পরিবারের করনীয় বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য প্রদান করা হয়। তথ্য প্রদান এর সময় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রকাশিত মাদক সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের শিক্ষামূলক ব্রুশিয়ার ও লিফলেট বিতরণ করা হয়।

মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব ও চিকিৎসা বিষয়ক তথ্য কেন্দ্র

রক্তস্বল্পতা প্রতিরোধ বিষয়ক সচেতনতামূলক সভা

সচেতনতামূলক সভায় অংশগ্রহণকারীগণ

১৮ ফেব্রুয়ারি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত আরবান প্রাইমারী হেল্থ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্প ডিএনসিসি, পিএ-৫ এর উদ্যেগে ফায়দাবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এ রক্তস্বল্পতা প্রতিরোধ বিষয়ক সচেতনতামূলক সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আরবান প্রাইমারী হেলথ্ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্প ডিএনসিসি পিএ-৫ এর ফ্যামিলি প্লানিং কোঅর্ডিনেটর ডাঃ রোকসানা নাসিমা, ফিল্ড সুপারভাইজার মো. আলামিন, ফায়দাবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা আনোয়ারা বেগম, সহকারী শিক্ষক জাহাঙ্গির আলম, আকলিমা সরকার ও নিলুফা ইয়াসমিন। আলোচনা সভায় উপস্থিত শিক্ষার্থীদেরকে রক্তস্বল্পতার কারণ, অসুবিধা ও প্রতিকার সম্পর্কে তথ্য দেয়া হয়।

রচনা প্রতিযোগীতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

১২ জানুয়ারি উত্তরায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত আরবান প্রাইমারী হেলথ্ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্প ডিএনসিসি পিএ-৫ ও বাংলাদেশ সেন্টার ফর কমিউনিকেশন প্রোগ্রামস (বিসিসিপি) এর যৌথ উদ্যোগে 'রংধনু চিহ্নিত নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র'সম্পর্কিত কলেজ ও স্কুল পর্যায়ে রচনা প্রতিযোগীতার পুরস্কার বিতরণীর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন এডিবির স্টাফ কনসালটেন্ট ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ধীরাজ কুমার নাথ এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন আরবান প্রাইমারী হেলথ্ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্পের উপ-প্রকল্প পরিচালক সাবিরুল ইসলাম, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের হেলথ সেক্টরের প্রধান ইকবাল মাসুদ, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সেলর শাহনাজ পারভিন মিতু। এছাড়া ও উপস্থিত ছিলেন বিসিসি'র উপপরিচালক ডা: নজরুল হক, প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের এর প্রোগ্রাম অফিসার ডা: মাহমুদা আলী এবং এই প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপক মাহফিদা দীনা রুবাইয়া। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা: ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এস এম এম সালেহ ভূঁইয়া। রচনা প্রতিযোগীতায় সাড়া বাংলাদেশের ১০টি সিটি কর্পোরেশন, ৪টি পৌরসভা হতে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে থেকে কলেজ এবং স্কুল পর্যায়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন দুইজন শিক্ষার্থী। ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে পুরস্কার হিসেবে ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট, প্রাইজবন্ড ও বই প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানের সভাপতির কাছ থেকে
পুরস্কার গ্রহণ করছেন রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থী

যক্ষ্মা রোগে সুস্থতা প্রাপ্ত ব্যক্তিদের সাথে যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন

৭ মার্চ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের আওতায় খিলক্ষেত ও জামতলা সেন্টারের যক্ষ্মা রোগে সুস্থ হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের সাথে যক্ষ্মা বিষয়ের উপর ওরিয়েন্টেশন সভার আয়োজন করা হয়। সভায় শুরুতে জিএফএটিএম, টিবি কন্ট্রোল প্রোগ্রামের- মনিটরিং এ্যান্ড ইভালুয়েশন অফিসার আমেনা খাতুন যক্ষ্মা কার্যক্রম এবং তামাকের সাথে যক্ষ্মার সম্পর্ক বাংলাদেশে যক্ষ্মার বর্তমান অবস্থা, জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি এবং যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণে সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে অংশগ্রহণকারীদের করণীয়সমূহ নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি অংশগ্রহণ কারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। আলোচনা শেষে যক্ষ্মার লক্ষণ যুক্ত রোগী উক্ত স্থানে কফ পরীক্ষা জন্য রেফার করার মাধ্যমে যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানানোর মধ্য দিয়ে প্রোগ্রাম শেষ করা হয়।

বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস উদ্‌যাপন

বিশ্ব যক্ষ্মা দিবসের র‍্যালিতে আমিকের কর্মকর্তাগণ

"ঐক্য বদ্ধ হলে সবে যক্ষ্মা মুক্ত দেশ হবে" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ২৪ মার্চ জাতীয় পর্যায়ে যক্ষ্মা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। সকালে শাহাবাগ জাতীয় যাদুঘরের সামনে থেকে র‍্যালির মধ্য দিয়ে কর্মসূচি শুরু হয়। র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির লাইন ডিরেক্টর ডাঃ রুসেলি হক, মো. আকরামুল ইসলাম ব্রাক এর ডিরেক্টর (টিবি, ম্যালেরিয়া ও ওয়াশ) ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এর সহকারি পরিচালক মো. মোখলেছুর রহমান ও অন্যান্য পার্টনার এনজিও প্রতিনিধিগণ। এছাড়া র‍্যালিতে আমিকের যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের এবং অন্যান্য প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

কিশোর কিশোরীদের পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান

পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে ১১ মার্চ কুমিল্লার পৌর শৈল্যরানী বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদেরকে নিয়ে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্প, সিওসিসি পিএ-১ এর আয়োজনে পুষ্টি ও জেন্ডার এর উপর দুটি আলোচনা সভা ও ভিডিও প্রদর্শণীর আয়োজন করা হয়। উক্ত সচেতনতামুলক সভায় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন এবং এখানে ৯০ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করেন। সভায় খাদ্য পুষ্টি গুন, খাদ্য পুষ্টি মান, খাদ্য পুষ্টির পরিমান এবং সাথে জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্যতা, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ বিষয়ক সচিত্র তথ্য উপস্থাপন এবং ভিডিও প্রর্দশণী করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ইউপিএইচসিএসডিপি, সিওসিসি পিএ-১ প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপক মো. গোলাম রসূল।

মাদকাসক্তি চিকিৎসায় নিয়োজিত পেশাজীবিদের দক্ষতা উন্নয়নে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীদের সাথে অতিথিবৃন্দ

মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে নিয়োজিত পেশাজীবিদের জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করেছে। প্রশিক্ষন কার্যক্রমের আওতায় ২৮ জানুয়ারি থেকে ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কারিকুলাম ১ -ও কারিকুলাম ২ -এর ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এবং এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় কারিকুলাম ৩ এবং কারিকুলাম ৭ এর ওপর ১৯ মার্চ থেকে ২৮ মার্চ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কনফারেন্স রুমে প্রশিক্ষণ দুটি আয়োজন করা হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানের অংশগ্রহণকারীদের হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের হেলথ সেক্টরের প্রধান এবং কলোম্ব প্লানের গ্লোবাল মাস্টার ট্রেইনার ইকবাল মাসুদ। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। উল্লেখ্য, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন দীর্ঘদিন যাবৎ বাংলাদেশে মাদকাসক্তদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করে আসছে। সম্প্রতি মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে নিয়োজিত পেশাজীবীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য কলম্বো প্লানের ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ক্রেডেন্টশিয়ালিং এন্ড এডুকেশন অব এডিকশন প্রফেশনালস (আইসিসিই) কর্তৃক বাংলাদেশে এপ্রুভড এডুকেশন প্রভাইডার হিসেবে হিসেবে স্বীকৃতি প্রাপ্ত হয় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান থাকবে।

নেপালের কাঠমুন্ডুতে অনুষ্ঠিত ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিড্স এর কর্মশালায় আমিক-এর তিনজন প্রতিনিধির অংশগ্রহণ

নেপালের কাঠমুন্ডুতে হোটেল র‍্যাডিসনে ৭ থেকে ১০ মার্চ পর্যন্ত ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিড্স এর আয়োজনে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এখানে বাংলাদেশ ভারত, পাকিস্থান, শ্রীলংকা, নেপাল এবং থাইল্যান্ডের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টর এর ৩ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে। কর্মশালার প্রথম ৩ দিন টিআই ট্রেনিং এবং শেষ দিন গ্রান্টি রিভিউ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন হেলথ সেক্টর-এর প্রধান ইকবাল মাসুদ, সহকারি পরিচালক মো. মোখলেছুর রহমান ও প্রোগ্রাম অফিসার উম্মে জান্নাত উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীগণ

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টর এর তিনটি নতুন প্রকাশনা

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টর এর ৩টি নতুন উপকরণ প্রকাশিত হয়েছে।এগুলোর মধ্যে আছে -"চাইলে উন্নয়ন জনস্বাস্থ্যের চাইলে দেশের সমৃদ্ধি করতে হবে তামাকজাত সব দ্রব্যের করবৃদ্ধি" শিরোনামে তামাকের করবৃদ্ধির দাবি বিষয়ক সচেতনতামুলক ১টি স্টিকার ও ১টি ফ্যাক্টসিট এবং "আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র" শিরোনামে মাদকাসক্তি চিকিৎসা কেন্দ্রের সেবার তথ্য বিষয়ক ১টি ব্রুশিয়ার প্রকাশ করা হয়েছে।

DHAKA AHSANIA MISSION
ADDICTION MANAGEMENT & INTEGRATED CARE (AMIC)
Since 1990

আমিক, বাড়ি- ১০/২, ইকবাল রোড, ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
কাজী রফিকুল আলম কর্তৃক প্রকাশিত এবং আহ্ছানিয়া প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স, প্লট-৩০, ব্লক-এ, রোড ১৪
আশুলিয়া মডেল টাউন, খাগান বিরুলিয়া সাভার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন: ৫৮১৫১১১৪, মোবাইল: ০১৭৮২৬১৮৬৬১, ই-মেইল: info@amic.org.bd, amic.dam@gmail.com, Web: www.amic.org.bd